[illegible]

sterd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

তৃতীয় ভাগ।

বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২

৪৫৩ সংখ্যা

শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় প্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বাইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ।১

'গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং' প্রাণিজাতং 'যৎ ইদং কিঞ্চ' স্থাবরং জঙ্গমং বা তৎসর্ব্বং গায়ত্র্যেব। বাক্ বৈ গায়ত্রী' 'বাক্ বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ' বাক শব্দরূপা সতী সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ শব্দয়তি অসৌ গৌরসাবশ্ব ইতি 'ত্রায়তে চ' রক্ষতি ॥ ১

এই যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাদি ভূত সকল তাহা গায়ত্রী। বাক্য গায়ত্রী, যে হেতুক বাক্য এই ভূত সকলকে শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে এবং শব্দ দ্বারা পরিত্রাণ করে। ১

যাবৈ সা গায়ত্রীয়ং বাব সা যেয়ং পৃথিব্যস্যাং হীদং সর্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে। ২

'যা বৈ সা' এবংলক্ষণা সর্ব্বভূতরূপা 'গায়ত্রী' 'ইয়ং বাব সা যা ইয়ং পৃথিবী' সর্ব্বভূতসম্বন্ধাৎ ইয়ং পৃথিবী গায়ত্রী। কথং সর্ব্বভূতসম্বন্ধঃ যস্মাৎ 'অস্যাং' পৃথিব্যাং 'হি ইদং সর্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতং' 'এতাং এব' পৃথিবীং 'ন অতিশীয়তে, নাতিবর্ত্ততে ॥ ২

যাহা এই গায়ত্রী তাহাই ইহা যাহা এই পৃথিবী। এই পৃথিবীতে এই স্থাবর জঙ্গমাদি ভূত সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই পৃথিবীকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ২

যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরমস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে।৩

'যা বৈ সা পৃথিবী ইয়ং বাব সা' তৎ কিং 'যৎ ইদং অস্মিন্ পুরুষে শরীরং' পার্থিবত্বাচ্ছরীরস্য। 'এতস্মিন্ হি' শরীরে 'ইমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ' 'এতৎএব' শরীরং প্রাণাঃ 'ন অতিশীয়ন্তে ॥ ৩

যাহা সেই পৃথিবী তাহাই ইহা যাহা এই পুরুষের শরীর। এই শরীরে এই প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহারা এই শরীরকে অতিক্রম করিতে পারে না। ৩

যদ্বৈ তৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাএতদেব নাতিশীয়ন্তে। ৪

'যৎ বৈ তৎ পুরুষে শরীরং' 'ইদং বাব তৎ যৎ ইদং' 'অস্মিন অন্তঃপুরুষে' অন্তর্মধ্যে পুরুষে 'হৃদয়ং' অস্মিন্ হি' হৃদয়ে 'ইমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ' 'এতৎ এব' হৃদয়ং এব 'ন অতিশীয়ন্তে' প্রাণাঃ ॥ ৪

যাহা সেই পুরুষের শরীর তাহাই ইহা যাহা এই পুরুষের অন্তরে হৃদয়। এই হৃদয়ে এই প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই প্রাণ সকল হৃদয়কে অতিক্রম করিতে পারে না।৪

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী তদেত-দৃচাভ্যনূক্তং। ৫

'সা এষা চতুষ্পদা' 'ষড়্‌বিধা' ষড়ক্ষরপাদা ছন্দোরূপা সতী ভবতি 'গায়ত্রী'। 'তৎ এতৎ' অস্মিন্ অর্থে এতৎ গায়ত্র্যাখ্যং ব্রহ্ম 'ঋচা' মন্ত্রেণ 'অভ্যনূক্তং' প্রকাশিতং ॥ ৫

সেই এই চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী। তাহা এই ঋক মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত।৫

তাবানস্য মহিমা ততোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি। ৬

'তাবান্' 'অস্য' 'গায়ত্র্যাখ্যস্য সমস্তস্য 'মহিমা' বিভূতিবিস্তারঃ যাবাং শ্চতুষ্পাৎ ষড়্‌বিধশ্চ গায়ত্রীতি ব্যাখ্যাতঃ 'ততঃ' গায়ত্র্যাঃ 'জ্যায়ান্ চ' মহত্তরঃ পরমার্থ সত্যরূপোঽবিকারঃ 'পুরুষঃ' সর্ব্বপূরণাৎ। 'অস্য' তস্য পুরুষস্য 'পাদঃ' 'সর্ব্বাঃ' সর্ব্বাণি 'ভূতানি' তেজো-হবন্নাদিনী সস্থাবরজঙ্গমানি। ত্রয়ঃ পাদাঅস্য সোঽয়ং 'ত্রিপাৎ' 'অমৃতং' পুরুষাখ্যং 'অস্য' গায়ত্র্যাত্মনঃ 'দিবি ইতি' দ্যোতন্বতি স্বাত্মন্যবস্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬

সেই সকলই এই গায়ত্রীর মহিমা। এই গায়ত্রী হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। ভূত সকল ইহাঁর পা। গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ত্রিপদবিশিষ্ট অমৃত পুরুষ স্বীয় জ্যোতিতে অবস্থিত।৬

তদ্বৈতদ্ব্রহ্মেতীদং বাব তদ্যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশোযোবৈ সবহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ। ৭

যদ্বৈ তৎত্রিপাদমৃতং গায়ত্রীমুখেনোক্তং'তৎ বৈ তৎ ব্রহ্ম ইতি' 'ইদং বাব তৎ যঃ অয়ং' 'বহির্দ্ধা' বহিঃ 'পুরুষাৎ আকাশঃ' ভৌতিকঃ 'যোবৈ সবহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ' ॥ ৭

সেই এই ব্রহ্ম। এবং সেই ব্রহ্মই ইহা যাহা এই পুরুষের বাহিরে ভৌতিক আকাশ। ৭

অয়ং বাব সযোঽয়মন্তঃপুরুষ আকাশো-যোবৈসোঽন্তঃপুরুষ আকাশঃ। ৮

'অয়ং বাব সঃ যঃ অয়ং অন্তঃপুরুষে' শরীরে 'আকাশঃ' 'যঃ বৈ সঃ অন্তঃপুরুষে আকাশঃ' ॥ ৮

এই আকাশই সেই যাহা এই শরীরের মধ্যের আকাশ, যাহা এই শরীরের মধ্যের আকাশ। ৮

অয়ং বাব সযোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশস্তদেতৎ পূর্ণংঅপ্রবর্ত্তি পূর্ণমপ্রবর্ত্তিনীং শ্রিয়ং লভতে যএবং বেদ। ৯

'অয়ং বাব সঃ যঃ অয়ং' 'অন্তর্হৃদয়ে' পুণ্ডরীকে 'আকাশঃ'। 'তৎ এতৎ' হার্দ্দাকাশাখ্যং ব্রহ্ম 'পূর্ণং' সর্ব্বগতং 'অপ্রবর্ত্তি' ন কুতশ্চিৎ প্রবর্ত্তিতুং শীলমস্যেতি অপ্রবর্ত্তি। 'পূর্ণং' 'অপ্রবর্ত্তিনীং' 'অনুচ্ছেদাত্মিকাং 'শ্রিয়ং' বিভূতিং 'লভতে' 'যঃ' 'এবং পূর্ণমপ্রবর্ত্তিগুণং ব্রহ্ম 'বেদ' জানাতি ॥ ৯

এই শরীরের মধ্যের আকাশই সেই যাহা এই হৃদয়ের মধ্যের আকাশ। এই হৃদয়ের মধ্যের আকাশে যে ব্রহ্ম অবস্থিতি করিতেছেন তিনি পূর্ণ ও স্বতন্ত্র, কাহারও কর্ত্তৃক তিনি প্রবর্ত্তিত হন না। যিনি এই ব্রহ্মকে জানেন তিনি পূর্ণ স্থায়ী শ্রীলাভ করেন। ৯

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

তস্য হবাএতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবসুষয়ঃ সযোঽস্য প্রাঙ্‌সুষিঃ সপ্রাণস্তচ্চক্ষুঃ স আদিত্যস্তদেতত্তেজোঽন্নাদ্যমিত্যুপাসীত তেজস্বান্নাদোভবতি যএবং বেদ। ১

'তস্য' প্রকৃতস্য 'হ বা' 'এতস্য হৃদয়স্য' 'পঞ্চ' পঞ্চ সঙ্খ্যাকাঃ দেবানাং সুষয়ঃ 'দেবসুষয়ঃ' স্বর্গলোকপ্রাপ্তি দ্বারচ্ছিদ্রাণি। 'সঃ যঃ অস্য' হৃদয়স্য 'প্রাঙ্‌সুষিঃ' পূর্ব্বাভিমুখস্য প্রাগগতং যচ্ছিদ্রং দ্বারং 'সঃ প্রাণঃ' 'তৎ চক্ষুঃ' 'সঃ আদিত্যঃ' 'তৎ এতৎ প্রাণাখ্যং 'তেজঃ অন্নাদ্যং ইতি উপাসীত'। 'তেজস্বী অন্নাদঃ ভবতি যঃ এবং বেদ' ॥ ১

সেই এই হৃদয়ের পঞ্চ দ্বার আছে। সেই যে ইহার পূর্ব্বদিকের দ্বার, সে প্রাণ, সে চক্ষু এবং সে আদিত্য। সেই প্রাণকে তেজ এবং ভোজ্য অন্ন বলিয়া উপাসনা করিবেক। যিনি ইহা জানেন তিনি তেজস্বী এবং অন্নভোগী হন। ১

অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ সব্যানস্তচ্ছ্রোত্রং সচন্দ্রমাস্তদেতচ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেত্যুপাসীত। শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি যএবংবেদ। ২

'অথ' 'যঃ' 'অস্য' হৃদয়স্য 'দক্ষিণঃ সুষিঃ' তৎস্থ বায়ুবিশেষঃ 'সঃ ব্যানঃ' 'তৎ শ্রোত্রং' 'সঃ চন্দ্রমাঃ' 'তৎ এতৎ' 'শ্রীঃ' বিভূতিঃ 'চ' 'যশঃ চ' খ্যাতির্ভবতীতি যশো-

হেতুত্বাৎ যশঃ 'ইতি উপাসীত'। 'শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি' 'যঃ এবং বেদ' ॥ ২

আর যাহা ইহার দক্ষিণ দিকের দ্বার তাহা ব্যান তাহা শ্রোত্র এবং সে চন্দ্রমা। সেই ব্যানকে শ্রী এবং যশ বলিয়া উপাসনা করিবেক। যিনি ইহা জানেন তিনি শ্রীমান্ এবং যশস্বী হন। ২

অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্ সুষিঃ সোঽপানঃ সা বাক্ সোঽগ্নিস্তদেতদ্ব্রহ্মবর্চসমন্নাদ্যমিত্যুপাসীত। ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদোভবতি যএবং বেদ। ৩

'অথ যঃ অস্য' 'প্রত্যঙ্ সুষিঃ' পশ্চিমস্তেৎস্থোবায়ুবিশেষঃ 'সঃ' মূত্রপুরীষাদাপনয়ন্নাধোঽনিতীতি 'অপানঃ' 'সা বাক্' 'সঃ অগ্নিঃ' তৎএতৎ 'ব্রহ্মবর্চসং' বৃত্তস্বাধ্যায়নিমিত্তং তেজঃ 'অন্নাদ্যং' অন্নগ্রসনহেতুত্বাদপানস্যান্নাদ্যত্বং 'ইতি উপাসীত'। 'ব্রহ্মবর্চসী অন্নাদঃ ভবতি যঃ এবং বেদ' ॥ ৩

আর যাহা ইহার পশ্চিম দিকের দ্বার তাহা অপান, তাহা বাক্য, তাহাই অগ্নি। সেই ইহাই ব্রহ্মজ্যোতি এবং ভোজ্য অন্ন এই বলিয়া উপাসনা করিবেক। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি ব্রহ্মজ্যোতি-বিশিষ্ট এবং অন্নভোগী হন। ৩

অথ যোঽস্যোদঙ্ সুষিঃ সসমানস্তন্মনঃ সপর্জ্জন্যঃ তদেতৎ কীর্ত্তিশ্চ ব্যুষ্টিশ্চেত্যুপাসীত। কীর্ত্তিমান ব্যুষ্টিমান্ ভবতি যএবং বেদ। ৪

'অথ' 'যঃ অস্য' 'উদঙ্ সুষিঃ' উদঙ্ গতঃ সুষিস্তৎস্থোবায়ুবিশেষঃ 'সঃ সমানঃ' অশিতপীতে সমং নয়তীতি সমানঃ 'সঃ পর্জন্যঃ' বৃষ্ট্যাত্মকোদেবঃ। 'তৎএতৎ কীর্ত্তিঃ চ' 'ব্যুষ্টিঃ চ' কান্তির্দেহগতং লাবণ্যং 'ইতি উপাসীত' 'কীর্ত্তিমান্ ভবতি যঃ এবং বেদ' ॥ ৪

আর যাহা ইহার উত্তর দিকের দ্বার তাহা সমানবায়ু, তাহা মন, তাহাই পর্জ্জন্য। সেই ইহা কীর্ত্তি এবং লাবণ্য এই বলিয়া উপাসনা করিবেক। যিনি ইহা জানেন তিনি কীর্ত্তিমান এবং কান্তিবিশিষ্ট হন।

অথ যোঽস্যোর্দ্ধঃ সুষিঃ সউদানঃ সবায়ুঃ স আকাশস্তদেতদোজশ্চ মহশ্চেত্যুপাসীত ওজস্বী মহস্বান্ ভবতি যএবং বেদ। ৫

'অথ' 'যঃ অস্য ঊর্দ্ধঃ সুষিঃ' সঃ উদানঃ' আপাদতলাদারভ্যোর্দ্ধমুৎক্রমণাৎ কর্ষ ধর্ম্ম কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিত্যুদানঃ 'সঃ বায়ুঃ' 'সঃ আকাশঃ'। 'তৎএতৎ' 'ওজঃ' বলং মহত্বাচ্চ 'মহঃ' 'ইতি উপাসীত' 'ওজস্বী মহস্বান্ ভবতি যঃ এবং বেদ' ॥ ৫

আর যাহা ইহার ঊর্দ্ধদিকের দ্বার তাহা উদান তাহা বায়ু, তাহাই আকাশ। সেই এই বল এবং মহৎ এই বলিয়া উপাসনা করিবেক। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি বলবান এবং মহৎ হন। ৫

সামঞ্জস্য।

দেবনির্ভর ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা। উক্ত নির্ভর-প্রবৃত্তির সহায়তা ব্যতীত কেহই ধর্ম্মের সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। উক্ত নির্ভর-প্রবৃত্তির সহায়তা ব্যতিরেকে কেহই জগৎপিতা জগৎমাতার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ কিয়ৎ পরিমাণেও নিবদ্ধ করিতে পারগ হয় না।

প্রীতি নির্ভর অপেক্ষা উচ্চতর ভাব। প্রীতি নির্ভর অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ও বিশুদ্ধ ভাব। নির্ভর-প্রবৃত্তির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া আমরা কোন ঐহিক অথবা পারলৌকিক সুখের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করি; প্রীতি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আমরা ঈশ্বরকে ঈশ্বরেরই জন্য ভাল বাসি, তাঁহার জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হই; এমন কি, তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে সঙ্কুচিত হই না।

যাঁহারা জ্ঞানানুরোধে ধর্ম্ম-পথে পদ চালনা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারা যে উপায় দ্বারা প্রীতির রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন তাহাতে তাঁহাদিগের যত্নশীল হওয়া নিতান্ত উচিত; কারণ, নীরস জ্ঞান একাকী আমাদিগের হৃদয় ও মনকে যথোচিত রূপে পবিত্র ও উন্নত করিতে পারে না। নীরস জ্ঞান একাকী আমাদিগকে নানা কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। নীরস জ্ঞান

একাকী আমাদিগকে নিরাপদে এই ভব-পারাবারের অপর পারে উত্তীর্ণ করিতে পারে না।

যে সমস্ত বৃত্তি প্রস্ফুটিত হইলে ধর্ম্ম পূর্ণাকারে প্রকাশ পায় তন্মধ্যে ঈশ্বর-প্রীতি অগ্রগণ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতি দয়া ও বুদ্ধির সহায়তা ব্যতিরেকে ধর্ম্মের সম্যক উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হয় না। যাহাতে আমরা ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিতে পারি, ইহাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য উক্ত তিন বৃত্তির সামঞ্জস্য ব্যতীত সাধিত হইবার উপায়ান্তর নাই। ঈশ্বর-প্রীতি আমাদিগকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগার্থ ব্যাকুল করে; দয়া আমাদিগের অন্তঃকরণকে মানবকুলের দুঃখমোচনার্থ ব্যথিত করে; বুদ্ধি আমাদিগের পরিচালক। যাহাতে আমরা অনুচিত রূপে ঈশ্বর-প্রীতি ও দয়ার অধীন না হই, যাহাতে আমরা আমাদিগের নানা কর্ত্তব্য নিরূপণে সমর্থ হই, ও ঈশ্বরের মহিমা-প্রতিপাদক বিবিধ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারি, বুদ্ধি সেই সকল বিষয়ে আমাদিগের পরম সহকারী। ঈশ্বর-প্রীতি, দয়া, ও বুদ্ধি এই তিন বৃত্তি পরিচালন না করিলে আমরা ধর্ম্মের মহোচ্চ পদবীতে উত্থিত হইতে পারগ হই না।

যাঁহারা এই তিন বৃত্তির মধ্যে কেবল কোন একটী বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া জীবন অতিপাত করেন, তাঁহারা নানা ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া ধর্ম্মের বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হন ও জনসমাজের অনিষ্টোৎপাদন করেন। যাঁহারা কেবল ঈশ্বর-প্রীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েন তাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলা করেন। যাঁহারা কেবল ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ, কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞান তত নাই, তাঁহারা নীতির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া কত বার রাগ দ্বেষাদির অনুরোধে আপন আপন চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা কেবল দয়াশীল, তাঁহারা বুদ্ধি ও ঈশ্বর-প্রীতির সহায়তা না পাইয়া রীতিমত না জনসমাজের না নিজ নিজ আত্মার উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয়েন। তাঁহারা আপনাদিগের প্রবল বেগবতী দয়া-বৃত্তি রূপ স্রোতে ভাসিতে থাকেন। তাঁহারা অসংযত দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া কুধর্ম্মীদিগকে দয়া করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হন না। যাঁহারা কেবল বুদ্ধিমান, তাঁহারা না ঈশ্বর না লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁহারা স্বার্থসাধনে তৎপর, চতুরতার সহিত স্বার্থ সাধন করিতে পারিলেই তাঁহারা কৃতার্থ হন। প্রীতির সহায়তা না পাইয়া তাঁহারা পরকাল ও ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধীয় কতই কুতর্ক উপস্থিত করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ, যিনি বুদ্ধির অগম্য, যাঁহার সত্তা আমরা প্রীতির আলোকে আরো উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হই, সেই অদৃশ্য, অজাত, সনাতন, বিশুদ্ধ পরমাত্মার অস্তিত্ব নিজ নিজ অসহায় বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে ও ভক্তিশূন্য হৃদয় দ্বারা অনুভব করিতে অক্ষম হইয়া বিষম ভ্রমজালে জড়িত হয়েন।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে ঈশ্বর-প্রীতি দয়া, ও বুদ্ধি এই তিনের মধ্যে কেবল কোন একটী বৃত্তি মাত্রেরই অধীন না হইয়া যাহাতে আমাদিগের ঐ তিন বৃত্তি মার্জ্জিত ও উন্নত হয় তদ্বিষয়ে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। যিনি এই তিন বৃত্তি সমঞ্জসীভূত রূপে পরিচালনা করিয়া ধর্ম্মসাধন করেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আর্য্য-প্রতাপে দস্যুগণ ভীত হইয়া দূরে প্রস্থান করিলে পর, আর্য্য-সমাজ রীতিমত প্রতিষ্ঠিত এবং সংগঠিত হইল। আর্য্যগণ পঞ্চনদ প্রদেশের উর্ব্বরা ভূমিতে শান্তির সুশীতল ছায়াতে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহারা বিবিধ পরিবারে বিভক্ত ছিলেন। ঋগ্বেদসংহিতার স্থানে স্থানে আর্য্যদিগের ভিন্ন ভিন্ন কুল ও পরিবারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে তাঁহারা কৃষিকর্ম্ম, পাশুপাল্য ও শিল্পকর্ম্মে অনেক সময় কাটাইতেন। এই সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার ব্যবসায় প্রচলিত হইতে থাকে। "এই সময়ে তাঁহারা অটনশীল ছিলেন এবং তাঁহাদিগের কোন স্থির বাসস্থান ছিল না" কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন। এই কথা অমূলক এবং অপ্রামানিক। ঋগ্বেদের অনেকত্র কৃষিকর্ম্ম-সাধন যন্ত্রাদির নাম এবং বর্ণনা আছে। আর চতুর্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তটী কেবল কৃষিবিষয়ক। ইহার ঋষি বামদেব কৃষিকর্ম্মোপযোগি যন্ত্র প্রভৃতির উন্নতির কথা বলিয়াছেন। ঋগ্বেদে অন্ন, অশ্ব, পশু প্রভৃতির জন্য অনেক প্রার্থনা আছে বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি না, যে আর্য্যগণ তৎকালে ভ্রমণশীল ছিলেন এবং অন্ন প্রভৃতির অভাব সর্ব্বদা অনুভব করিতেন। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত যে কেন এইরূপ অনুমান করেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। আর্য্যদিগের যে তখন স্থির বাসস্থান, সুরম্য গৃহাবলী, উন্নীয়মান গ্রাম, নগর প্রভৃতি ছিল তাহা ঋগ্বেদসংহিতার প্রায় প্রতিপৃষ্ঠা হইতে জানা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন আর্য্যশত্রু দস্যু প্রভৃতি জাতিদিগের গ্রাম, নগর ও হর্ম্ম্যাবলী ছিল। আর্য্যগণ এই সকল জাতিকে জয় করিয়াও যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন ইহা কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহারা পশুপালন করিতেন ইহা বরং বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা কৃষিকর্ম্ম জানিতেন না ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ বেদে ভূমিকে উর্ব্বরা করিবার জন্য বৃষ্টির প্রার্থনা মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয় এবং ধান্য, যব, গোধূম, রবিশস্য প্রভৃতির প্রভূত উল্লেখ আছে। বেদে নানাবিধ শিল্পচাতুরীর কথা দেখা যায়। বস্ত্রবয়ন, দারুকর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত কার্য্য ছিল। সূত্রধরগণ শকট, রথ, যান প্রভৃতি প্রস্তুত করিত, চক্রনির্ম্মাতারা চক্র নির্ম্মাণ করিত, শিল্পকার ও কর্ম্মকারেরা সুবর্ণ লৌহ প্রভৃতির বর্ম্ম রচনা করিত, তক্ষাগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য গড়িত এবং তন্তুবায়গণ তাহাদের তন্ত্রে নিযুক্ত থাকিত। ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১সূক্তে লিখিত আছে যে "যদ্রূপ দেহোপরি পরিহিত কবচ বা বর্ম্ম দেহকে রক্ষা করে, তদ্রূপ অগ্নিদেব যজমানকে রক্ষা করেন।" আর চতুর্থ অধ্যায়ের ৫৬ সূক্তে ইন্দ্রদেবকে লৌহময়-কবচ-সন্নদ্ধ-দেহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সূক্তে শুষ্ণাসুরের নিগড়বন্ধন এবং কারাগৃহে স্থাপন উল্লিখিত আছে। এই রূপ অন্যান্য সূক্ত হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে আর্য্যগণ পূর্ব্বে লৌহময় কবচ ব্যবহার করিতেন এবং বর্ম্ম দ্বারা শরীর আবৃত ও রক্ষিত করিয়া যুদ্ধে প্রয়াণ করিতেন। সুবর্ণনির্ম্মিত কবচ, সুবর্ণনির্ম্মিত রথাবয়ব এবং লৌহময় প্রাচীরের কথাও অনেক স্থলে আছে। আর্য্যদিগের শিল্পনৈপুণ্য ঋগ্বেদসংহিতা হইতে প্রভূত পরিমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। অশ্ব, গোমেষাদি পশুগণ, উষ্ট্র, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি জন্তু

সকল প্রধানতঃ পোষিত হইত। উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া তাঁহারা দুর্গম স্থান সকল অতিক্রম করিতেন। অশ্ব নানা প্রকারে ব্যবহৃত হইত। অশ্বারোহি পুরুষের কথা বেদে অনেক বার দৃষ্ট হয়। চতুর্থ অধ্যায়ের ৬০ সূক্ত হইতে জানা যায় যে আর্য্যগণ তখন অশ্বে আরোহণ করিতেন। আর এক সূক্তে অবগত হওয়া যায় যে কাম্পিয়ান্ হ্রদের নিকটে উত্তম অশ্ব পাওয়া যাইত বলিয়া উহার স্বশ্ব (সু-অশ্ব) নাম হইয়াছিল। অশ্বমেধ যাগে অশ্ববলি হইত। অশ্বমেধ, অজমেধ, গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের তৎকালে প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ২৮ সূক্তে গোচর্ম্মের এবং ৬১ প্রভৃতি সূক্তে গোমাংসের ব্যবহার উল্লিখিত হইয়াছে। ২৮ সূক্তের ৯ ঋকে অবশিষ্ট সোমরস গোচর্ম্মোপরি রাখিবার কথা আছে এবং আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে বিবাহাগ্নি উপসমাধান করিয়া ইহার পশ্চাৎ গোচর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক তদুপরি উপবেশন করিবে। ইহা দ্বারা প্রতীতি হয় যে তৎকালে গোচর্ম্ম অস্পৃশ্য ছিল না। ৬১ সূক্তের ১২ ঋক পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে বৈদিক কালে গোমাংসের ব্যবহার ছিল। মাংসবিক্রেতারা গোপশুর অঙ্গচ্ছেদন করিয়া বিক্রয় করিত। তখন গোমাংস অভক্ষ্য ছিল না; ইহা পণ্ডিত-প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণে প্রমাণিত করিয়াছেন। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অশ্বমেধ-প্রকরণে, এবং শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী-সংহিতার পুরুষমেধপ্রকরণে আর্য্যগণের বিবিধ মাংস ব্যবহারের কথা আছে। স্মৃতিশাস্ত্রেও দৃষ্ট হয় যে পূর্ব্বকালে আর্য্য-সমাজে শ্রোত্রিয় অতিথির আগমনে "মহোক্ষ" বা "মহাজ" বধ করিয়া অতিথিসৎকার করিবার রীতি ছিল। এই কারণে অতিথির নাম গোঘ্ন হইয়াছে। ভবভূতি-প্রণীত বীরচরিতের তৃতীয় অঙ্কে এবং উত্তরচরিতের চতুর্থ অঙ্কে বৎসতরী. মহোক্ষ (বৃষ) বা মহাজ (ছাগ) নির্ব্বপণের কথা আছে। বশিষ্ঠসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার প্রমাণস্থলে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রচলিত হিন্দুমতের বিরোধি হইলে ভবভূতি একথা তাঁহার নাটকে কখন লিখিতে পারিতেন না। ভবভূতি বিষয়ক প্রস্তাবে সম্বিদ্বান শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দরাম বড়ুয়া ভাবমিশ্রের গ্রন্থ হইতে গোমাংস বিষয়ক একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,

> গোমাংসন্তু গুরু স্নিগ্ধং পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্।
> বৃংহণং বাতহৃদ্ বল্যম্ অপথ্যং পীনসপ্রণুৎ॥

ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে যদি গোমাংস তৎকালে ব্যবহৃত না হইত তবে তিনি এবিষয়ে এরূপ লিখিতেন না। আর্য্যগণ ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ বলিয়া গোমাংসের ব্যবহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। পাছে আর্য্যগণ পুনর্ব্বার ইহার ব্যবহার প্রচলিত করিয়া আপনাদের অহিত-সাধন করেন এই আশঙ্কায় তাঁহারা অতি-গুরুতর রূপে ইহা প্রতিষিদ্ধ করিয়াছেন। ঋগ্বেদসংহিতার একস্থলে দেখিয়াছি যে গোমাংস উৎকৃষ্ট খাদ্য। অধুনা ভারত-বর্ষে জলবায়ুর যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং গ্রীষ্মের যেরূপ আধিক্য হইয়াছে তা-হাতে উষ্ণ গোমাংসের ব্যবহারে শরীরের নানারূপ দোষ ঘটিতে পারে। অতএব ইহা অবৈধ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বৈদিক কালে আর্য্যগণ উন্নতিসহকারে অধিকার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পঞ্চ-নদ প্রদেশ হইতে তাঁহারা পূর্ব্বদিকে আর্য্য-অধিকার বিস্তৃত করিতে লাগিলেন এবং

সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গঙ্গা প্রভৃতি নদীর সন্নি-
হিত স্থানে উপনীত হইলেন। ঋগ্বেদসং-
হিতার তৃতীয় মণ্ডলের এক সূক্তে আমরা পাঠ
করি যে সরস্বতী, দৃশদ্বতী এবং অপয়া
নদীর তীরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। প্রথম
মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তেও সরস্বতী নদীর উল্লেখ
আছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্তে প্রকাশ
আছে যে সরস্বতী নদী অসুরাধিকৃত স্থান
সকল আর্য্যদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত
প্রাপ্ত হইয়াছেন। সরস্বতী নদীতটে অনেক
যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। সরস্বতী ও দৃশ-
দ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত পবিত্র স্থানের নাম
মনুসংহিতার মতে ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই প্রদেশ
বৈদিক কালের পুণ্যভূমি, যজ্ঞযাগের অনুষ্ঠান-
স্থল। ইহা দিল্লীনগরের প্রায় পঞ্চাশৎ
ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। আর্য্যগণ
ক্রমশঃ এই প্রদেশ পর্য্যন্ত স্বাধিকার বিস্তার
করিলেন এবং আর্য্যসমাজের পরিসর বর্দ্ধিত
হইল। পরে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সন্নিহিত
প্রদেশও অধিকৃত হইতে লাগিল। ঋগ্বে-
দ-সংহিতায় আমরা যমুনা ও গঙ্গার উল্লেখ
এবং তাহাদের কূলে গোচারণ ও যজ্ঞানুষ্ঠা-
নের বর্ণনা দেখিতে পাই। এই সময়ে
আর্য্যসমাজের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়।

এই সময়ে আর্য্যগণ বাণিজ্যের প্রতি
মনোযোগ প্রদান করেন। বেদে বহুত্র
দেখিতে পাওয়া যায় যে আর্য্য বণিকগণ
নৌকা, বা পোতারোহণ করিয়া দেশদেশা-
ন্তরে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। ঋগ্বেদ-
সংহিতার ভিন্ন ভিন্ন অংশে সমুদ্রগামিনী
নৌকা, সমুদ্রযায়ী পোত, সমুদ্রপরিচিত বা-
হিত্র, পোতভঙ্গ, সমুদ্রযাত্রা এবং সমুদ্র ও
তত্রত্য ব্যাপারের বর্ণনা নেত্রপথে পতিত
হয়। প্রথম মণ্ডলের ২৫ সূক্তে সমুদ্রে গমন-
শীল নৌকার উল্লেখ আছে। নৌকাশব্দ
জলযান মাত্রেরই বাচক। ৫৬ সূক্তে
লিখিত আছে যে ধনাভিলাষে বণিকেরা
সমুদ্রে অধিরোহণ করিত। আর্য্যগণ
সিন্ধুনদী দিয়া সমুদ্রে গমন করিতেন
বলিয়া বোধ হয়। আর্য্যগণ বিলক্ষণ বুঝি-
তেন যে বহির্বাণিজ্য দ্বারা দেশের প্রভূত
উপকার সংসাধিত হয়। বহির্বাণিজ্য দ্বারা
বিদেশজাত বহুবিধ দ্রব্য স্বদেশে আনীত
হয় এবং দেশবাসীদিগের সুখসম্ভোগের
পরিসর বৃদ্ধি হয়। বহুজাতির সহিত আ-
লাপ ও ব্যবহার দ্বারা অনেক উন্নতি হইয়া
থাকে। বহির্বাণিজ্য দেশের পারিশ্রমিক
সংস্থান উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে এবং সভ্য-
তার উন্নতি আপনাপনিই আসিয়া পড়ে।
সমুদ্র-যাত্রা-স্বীকার যে ভূরি ভূরি সুফল
প্রসব করে তাহা আর্য্যসমাজে অবিদিত
ছিল না। যে দিন হইতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ
হইয়াছে সেই দিন হইতে ভারতের অব-
নতি আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগে সমুদ্র-
যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিবার অপেক্ষা
সমুদ্র-যাত্রা-নিষেধ হেতু কলিযুগ আরম্ভ
হইয়াছে বলিলে অধিক সঙ্গত হয়।
পরবর্ত্তী ঋষিগণ সমুদ্রযাত্রার মহিমা বুঝিতে
না পারিয়া এবং দুই এক স্থলে হয়ত কুফল
দেখিয়া ইহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।
বৃহন্নারদীয়ে(১) লিখিত আছে যে সমুদ্রযাত্রা-
স্বীকার, কমণ্ডলু ধারণ, দ্বিজগণের অসবর্ণা
বিবাহ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ, অশ্বমেধ,
গোমেধ প্রভৃতি ধর্ম্ম কলিযুগে বর্জ্জনীয়।
দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিষেধ এবং সমুদ্রযাত্রা
নিষেধ হইতে ভারতের মহৎ অপকার

(১) সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যান্ আহুর্ম্মনীষিণঃ॥
বৃহন্নারদীয়ম্।

হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে এরূপ কোন নিষেধ ছিল না। সুতরাং আর্য্যগণ যথেচ্ছ-ভাবে বহির্ব্বাণিজ্য দ্বারা সমাজের তাদৃশ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আর্য্যগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা জ্যোতিষিক গণনা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং খগোলস্থিত নানা বিষয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সৌর এবং চান্দ্রমাস গণনা করিতেন এবং উভয়ের ঐক্য-বিধানের নিমিত্ত প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটী মলমাস ধরিতেন। এই মাসকে বেদে অধিমাস বলা হইয়াছে; কখন বা "যে মাস উপজাত হয়" এই ভাবে ইহার উল্লেখ আছে। তাঁহারা জানিতেন যে সূর্য্য স্বকক্ষে ভ্রমণ করিয়া ক্রমশঃ ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র কিরণমালা বিকীর্ণ করে। তৎকালে পৃথিবীর গতির কোন আশঙ্কাও হয় নাই। তাঁহারা সূর্য্যকেই দিন রাত্রির কারণ বলিতেন, যেহেতু পৃথিবীর যে অংশে আলোক পতিত হইয়া থাকে, সে স্থানে দিন এবং অন্য স্থানে রাত্রি হয়। প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্তের সূর্য্যসম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলা হইয়াছে। সূর্য্য পাবন এবং অনিষ্ট-নিবারক, জগতের কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক এবং কর্ম্ম-সাক্ষী। সূর্য্য জ্যোতিষ্কৃৎ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশক, সূর্য্যের আলোক রসাত্মক চন্দ্রের উপর প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রকে আলোকময় করে। সূর্য্যকে তরণি বা মহাবেগশালী বলা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা-কালে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন যে স্মৃতির মতে সূর্য্য অর্দ্ধনিমেষে ২২০২ যোজন পথ ভ্রমণ করে, সুতরাং সূর্য্য অতিশয় বেগসম্পন্ন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে উক্ত আছে যে বৃত্রাসুরের অনুচরগণ পৃথিবীর পরীণাহ বা পরিধিতে অর্থাৎ সর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিত। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে আর্য্যগণ পৃথিবীর বর্ত্তুলাকৃতি কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞাত ছিলেন। এই অনুমান অনেকের নিকটে ভাল বলিয়া বোধ হইবে না। পরমহংস যতিগণ বলিয়া থাকেন যে আর্য্যসমাজে সকল শাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়াছিল এবং অধুনা আবিষ্কৃত তত্ত্বনিচয়ের অনেকগুলি বৈদিক আর্য্যসমাজে বিদিত ছিল। আমরা এতদূর বলিতে সাহস করি না। কিন্তু এপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বৈদিক আর্য্যগণ অনেক শাস্ত্রের এবং অনেক শিল্পের বিস্তর উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র মাসকৃৎ বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। চন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন আকারের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। বেদে পূর্ণচন্দ্রকে রাকা, অমাবস্যার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী চন্দ্রকলাকে সিনীবালী, অমাবস্যাকে গঙ্গু বা কুহূ এবং পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্দ্দশকলাবিশিষ্ট চন্দ্রকে অনুমতি নামে নামিত করা হইয়াছে। অনেক নক্ষত্রের নাম ও বর্ণনা বেদে দৃষ্ট হয়। আর্য্যগণ সপ্তর্ষিমণ্ডল বা ঋক্ষ (Great Bear) প্রজাপতি (Orion), রোহিণী (Aldeberan) প্রভৃতি নক্ষত্র সকল বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বেদে এবং ব্রাহ্মণে নক্ষত্রদিগের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। আর্য্যগণ সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, প্রভৃতিকে সবিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিতেন এবং ক্রমে নক্ষত্রদর্শন করিতে করিতে জ্যোতিষ শাস্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

বুদ্ধদেব-চরিত।

৪৫০ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৭ পৃষ্ঠার পর।

নৃপবরে দিয়ে সমাচার
লয়ে অশ্ব আভরণ, ছন্দক দুঃখিত মন
রমণীর অবরোধে প্রবেশিল কাঁদি!

আবার পড়িল বাজ, পতিহীন অশ্বরাজ
গোপার নয়ন-পথে নিপতিল যদি।
ছন্দকের ম্লান মুখ, হেরিয়া বাড়িল দুঃখ
গোপার হৃদয়ে হলো আবর্ত্ত তুমুল।
শোকের উচ্ছ্বাস পুন, হারায়ে চেতন যেন
পড়িল ধরণীতলে তরু ছিন্নমূল।
অন্তঃপুর-নারীদল, বদনে ক্ষেপিল জল
কতক্ষণে সংজ্ঞা লাভ করিল রমণী।
কিঞ্চিৎ পাইল বল, কিন্তু চক্ষে পড়ে জল,
পূর্ব্ব-স্মৃতি তুলে বালা কহিল কাহিনী।
"প্রিয়প্রেম-প্রস্রবণ, চারুচন্দ্রনিভানন—
হায় রে কোথায় মম আজি সেই পতি,
স্বরূপ সুন্দরকায়, সুবর লক্ষণ হায়
অনিন্দিত-অঙ্গ মরি শান্ত-তেজ-মতি
গুণের জীবন্ত মূর্ত্তি, অনন্তে অনন্ত কীর্ত্তি
পূজিত অমরে স্বর্গে মর্ত্ত্যে এই নরে,
পুণ্যের অমিয় ধারা, শান্তির শীতল ঝরা
কে হরিল ক্ষণজন্মা দেবমূর্ত্তি ধীরে।
ঋষিকুল অগ্রগণ্য, ত্রিলোকে ত্রিকাল মান্য
ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মবীর অক্ষয় অটল
কমল লোচন কিবা, সুগোল সুন্দর গ্রীবা
একমাত্র অভাগীর জীবন সম্বল।
তুষার সন্নিভ দন্ত, দীর্ঘনাসা শ্রুতিমন্ত
নয়নের শিরদেশে ঊর্ণা-ভ্রু উত্তম
বিমল পুণ্যের জ্যোতি, কান্তি ভেদি দেয় ভাতি
যুগ্মপাণি যুগল চরণ অনুপম।
হায় দীপ্ত তাম্র-নখ, বিম্বোষ্ঠ বিকাশ মুখ
পতিপ্রাণা অবলার হৃদয়ের সাধ
কোথায় বা কোন্ দূরে, কণ্ঠক সুধাই তোরে
বলরে বহন করি ঘটালি প্রমাদ।
হা নিষ্ঠুর নিষ্করুণ, ছন্দক, তুই কেমন
গমনের কালে হিত একটিও কথা
কহিয়া বুঝাতে তাঁরে, বিমুখ রহিলি ওরে
প্রবীণ সারথি তোর এই কিরে প্রথা?
কাহার মঙ্গল তরে, কাহার দ্বারায় ওরে
হৃদয়ের প্রভু মোর কোন্ দিকে নীত,
ধন্য কোন্ দিকস্থিত, লতাবন গুল্ম যত,
কোন্ বন-দেব আজি নাথে হেরি পূত?
অতি দুঃখ মম ওরে, কি আর বলিব তোরে
রতন হারায়ে হেরি সব অন্ধকার
সে ধন করুণা করি, ছন্দক, চরণে ধরি
আনি দেও অন্ধ আঁখি খুলুক আবার।
কিম্বা রে ভরসা বৃথা নিবিবার নহে ব্যথা
যে জন ত্যজিল বর পূজ্য পিতা মাতা
একিরে সম্ভব হয়, সে আবার পুনরায়
ফিরিয়া আসিবে কভু স্মরিয়া বনিতা?
হা ধিক্ অনিত্য হায়, প্রিয় বিনা সমুদায়
নটরঙ্গ সভার সন্নিভ যত আর
বল্লভ বিহনে বালা, বাঁচয়ে সহিতে জ্বালা
জীবনে মৃত্যুর সম সব অন্ধকার।
গোপার ক্রন্দনে কাঁদি ছন্দক তখন
কহিল সুধীরে যাহা হয়েছে ঘটন।
কহিল, শুন গো সতী শাক্যের রমণী
সে দিন যখন লভে অর্দ্ধেক রজনী
অন্তঃপুর নারীদল ঘুমে অচেতন
সম্বোধি কুমার মোরে সমুয়ে এমন
কহিল, দেহরে আনি আমারে ছন্দক
ত্বরায় ত্বরিত-পদ তেজস্বী ঘোটক।
কি করি অগত্যা আমি কুমার আজ্ঞায়
অশ্বে আনিবার হেতু চলিনু ত্বরায়
যাইতে দেখিনু সতি তোমারে শয়ান
নিদ্রার আবেশ ঘোরে হারাইয়া জ্ঞান।
দূর হতে কহিলাম তবু ডাক দিয়ে
উঠ যায় তব নাথ তোমারে ত্যজিয়ে।
অতঃপর রাখিলাম কুমারের আগে
সালঙ্কৃত করি এই সুন্দর তুরগে
কণ্ঠক তাহার নাম তেজ কণ্ঠ তার
ক্রোশেক শব্দিত করে হ্রেষা রব যার।
এমন সময়ে কত কত দেবগণ
নভ দেশ হতে ভূমে দিল দরশন।
খচিত মুকুতা মণি-মাল্য অলঙ্কার
অশ্ব পদে দিয়ে পূজা করিল তাহার।

অগণন দেবগণ লোকপালগণ
আকাশ মেদিনী পৃষ্ঠ করি আচ্ছাদন
মহা আনন্দের করি উচ্চ জয়রব
নত শিরে বোধিসত্ত্বে প্রণমিল সব।
দ্যুতিমান ইন্দুবর সহ তারাদল
সমুদিত, করি নভ আলোকে উজ্জ্বল
পুণ্যের মঙ্গল জ্যোতি পতিত ভূতলে
অশ্বে আরোহিল সুত, দেখি, কুতূহলে।
বুদ্ধক্ষেত্র ধরণী সে সহসা কাঁপিল
নিজ হাতে শক্র আসি দুয়ার খুলিল।
তদন্তরে সম্ভাষিয়া অমর নিকরে
চালাইয়া দিল দ্রুত তুরঙ্গম বরে
ইঙ্গিত মাত্রেতে হয় অম্বরের পথে
পৃষ্ঠেতে বহন করি গেল লোকনাথে।
করিল, আনন্দ ধ্বনি নভে দেবগণ
যতেক অপ্সরা যশ-সঙ্গীত বাজন।
চলিল তুরগ ত্বরা নাহি দুখ ডর
লোকের নায়ক পিঠে—সাহসে নির্ভর।
কর শোক নিবারণ শাক্যের কুমারী
বোধি প্রাপ্তে বোধিসত্ব আসিবেন ফিরি
অচিরে, অমরগণে হয়ে পুরস্কৃত।
সাধকের শুভ কার্য্যে না হয় উচিত
রোদন, ফেলিতে কিম্বা শোকের নিশ্বাস
দূর করি পরিতাপ সুখে কর বাস।

সৌর পরিবার।

"তারকা কনক কুচি, জ্বলদ অক্ষর রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে।"

নিস্তব্ধ নিশীথে অসংখ্য তারকামালা-খচিত অনন্ত-নীল নভোমণ্ডল দেখিলে সকলেই রোমাঞ্চিত হয়—সকলের হৃদয়ই অনন্তের ভাবে পরিপূর্ণ হয়। এমন অসাড়-চেতা কেহই নাই যে তাহার মনশ্চক্ষু তারকাপূর্ণ আকাশে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের হস্তাক্ষর-লিখিত অনন্ত জীবনের অনন্ত কাব্য না পড়ে।

এই অসীম আকাশ-সমুদ্রে ভাসমান অসংখ্য সুবর্ণ বালুক-কণার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতার ভিতরেও একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন কতকগুলি মানুষের সমষ্টি পরিবার, কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি সম্প্রদায়, কতকগুলি সম্প্রদায়ে জাতি, কতকগুলি জাতিতে একটি রাজ্য এবং কতকগুলি রাজ্যে সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলী, জ্যোতিষ্ক জগতেও সেইরূপ।

পৃথিবী এবং অপর কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ লইয়া একটি পরিবার—সূর্য্য এই পরিবারের কর্ত্তা। এই রূপ কত লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্ক-পরিবারের কর্ত্তা,—লক্ষ লক্ষ সূর্য্য—ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান তাহার সীমা নাই। নক্ষত্র-খচিত যে অল্পমাত্র আকাশখণ্ড আমাদের নিকট অনন্ত বলিয়া মনে হয় সেই আকাশে সৌর জগতের কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া-সকল নক্ষত্রই এক একটি সূর্য্য—এই সকল সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে এত দূরে স্থিত যে ইহাদের গ্রহ উপগ্রহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। জ্যোতির্ব্বিদদিগের অধ্যবসায়ে এই সূর্য্যমণ্ডলীর মধ্যে আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা অসংখ্য অসংখ্য বৃহত্তর সূর্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অনন্ত আকাশের এক ক্ষুদ্র খণ্ডে আমরা স্নিগ্ধ জ্যোতিঃশালী যে একটি বিস্তৃত আলোক-রেখা দেখিতে পাই, যাহাকে আমরা ছায়াপথ বলি, দূরবীন পরীক্ষা দ্বারা সেই ছায়াপথেই হারসেল ১৮০০ লক্ষ সূর্য্য আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মত কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একটির পর একটি করিয়া অনন্ত আকাশের কোলে মিশিতেছে যাহা আমরা দেখিতেও পাই না। এই অনন্ত আকাশমণ্ডলে কত সহস্র সহস্র সূর্য্য, সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্ক-জগতের সম্রাট রূপে ঘুরিতেছে তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত।

প্রতি সেকেণ্ডে আলোকের গতি ১৮০ লক্ষ মাইলেরও অধিক কিন্তু আমাদের নিকট হইতে ঐ সকল তারকাবলী এত দূরে স্থিত যে ঐরূপ প্রভূত দ্রুতগতিতে আবহমান কাল দৌড়িয়াও উহাদের আলোক এখনো আমাদের পৃথিবীতে পৌছে নাই। এই অনন্ত জ্যোতিষ্ক-জগৎ মধ্যে পৃথিবী অতি সামান্য বলিলে কিছুই বলা হয় না। পৃথিবী প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক-জগতের কর্ত্তা যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ১৫লক্ষ গুণ বড় সেই সূর্য্যই যখন এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে একটি বিন্দু-স্বরূপ—তখন পৃথিবী ইহার একটি অণুকনার সহস্র অংশের এক অংশও নহে।

আমরা আকাশে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই—তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথম—স্থির নক্ষত্র

দ্বিতীয়—গ্রহ

তৃতীয়—উপগ্রহ কিম্বা চন্দ্র।

পৃথিবী সম্পর্কে যে সকল জ্যোতিষ্ক চির কালই এক স্থানে অবস্থিতি করে তাহারা আমাদের পক্ষে স্থির। আমরা যে কয়েকটি জ্যোতিষ্ককে সূর্য্যের পরিবার-ভুক্ত বলিয়া জানি—তাহা ছাড়া আমাদের পক্ষে সকলেই স্থির নক্ষত্র। কেন না পৃথিবীর দৈনিক গতি হেতু পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘুরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে স্থির নক্ষত্র গুলিও একটু একটু করিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রতি দিন একবার করিয়া দৃশ্যত ঘুরিয়া যায়—কিন্তু অন্যান্য নক্ষত্রের সহিত ইহাদের অবস্থা-পরিবর্ত্তন হয় না। স্থির নক্ষত্র আজও আকাশে অন্যান্য যে যে নক্ষত্রের সহিত যতটুকু দূরে অবস্থিত আমাদের নিকট চির কালই সেই রূপ দেখাইবে—সেই জন্য প্রকৃত পক্ষে ইহারা স্থির না হইলেও আমাদের নিকট ইহারা স্থির। আসল কথা ইহারা আমাদের নিকট হইতে এত দূরে অবস্থিত যে আমাদের নিকট তাহাদের গতি কিছুই অনুভূত হয় না। সূর্য্যও এইরূপ একটি স্থির নক্ষত্র।

যে সকল জ্যোতিষ্ক অন্য নক্ষত্রের সম্পর্কে আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন করে তাহারা গ্রহ। এই অবস্থা পরিবর্ত্তন দেখিয়াই অতি প্রাচীন কাল হইতে বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ স্থির-নক্ষত্র-মণ্ডলী হইতে ভিন্ন-শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে। আজ আমরা যে গ্রহটিকে অন্যান্য নক্ষত্রের সহিত যে সম্বন্ধে অবস্থিত দেখি কাল তাহার অনেক ব্যতিক্রম দেখিতে পাই সুতরাং পৃথিবীর গতি হেতু ইহারা একবার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে দৃশ্যতঃ ঘুরিয়া গিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, ইহাদের নিজের একটি স্বতন্ত্র গতি আমাদের চক্ষে প্রত্যক্ষ হয়।

গ্রহগণের চারি দিকে আবার যাহারা ঘোরে তাহারাই উপগ্রহ।

এই তিন শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক ব্যতীত ধূমকেতু এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালা প্রভৃতি অন্য শ্রেণীভুক্ত যে সকল জ্যোতিষ্ক আছে তাহা সচরাচর আমরা আকাশে দেখিতে পাই না সেই জন্য এস্থলে তাহার উল্লেখ হইল না।

এই তিন শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের মধ্যে আমরা যে সকল গ্রহ উপগ্রহ দেখিতে পাই তাহারা সূর্য্য-পরিবার-ভুক্ত। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্যকে লইয়া নয়টি গ্রহ। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

কিন্তু রাহু কেতু প্রকৃত পক্ষে কোন জ্যোতিষ্কই নহে এবং চন্দ্র সূর্য্যও গ্রহ নামে বাচ্য হইতে পারে না—সূর্য্য একটি স্থির নক্ষত্র, চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। চন্দ্র ও পৃথিবীর যে কক্ষের কল্পিত দুই স্থান পরস্পরকে পরস্পর এক এক বার ছুঁইয়া

ছুঁইয়া যায় অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য যেরূপ স্থলে আসিলে গ্রহণ হয় সেই দুই স্থানকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাহু কেতু নাম দিয়াছেন। বাস্তব পক্ষে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, মঙ্গল, ইয়ুরেনাস, নেপচুন, পৃথিবী এই আটটি সূর্য্যের গ্রহ। এই গ্রহ গুলির মধ্যে আবার কোনটির কয়টি উপগ্রহ আছে তাহা পরে বলা যাইবে।

ইহার মধ্যে বুধ মঙ্গল ও শুক্র ছাড়া আর সকল গ্রহ অপেক্ষাই পৃথিবী আয়তনে ছোট। এবং এই আটটি গ্রহের সমষ্টিতে যে আয়তন হইতে পারে সূর্য্য তাহা অপেক্ষাও বৃহদায়তন। সূর্য্যের এই পরিবারবর্গ আবার দুই দলে বিভক্ত। প্রথম দল নিকটস্থ, দ্বিতীয় দল দূরস্থ। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল এই চারটি গ্রহ সূর্য্যের নিকটস্থ পরিবার, বৃহস্পতি, শনি, ইয়ুরেনস্ ও নেপচুন সূর্য্যের দূরস্থ পরিবার। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালা উপরোক্ত দুই দলের মধ্যে থাকিয়াই উহাদের ভাগ করিয়াছে। বুধ সূর্য্য হইতে ৩৫০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ৮০ দিনে ইহা একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। শুক্র ৬৬০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া ২২৪ দিনে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী ৯১০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত গ্রহ দুইটি অপেক্ষা ইহার উপর সূর্য্যের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। পৃথিবী ৩৬৫ দিন এবং প্রায় ৬ ঘণ্টায় একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গল ১৩৯০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া ৬৮৬ দিনে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আইসে। ৬৮৬ দিনে আমাদের প্রায় দুই বৎসর হয়।

মঙ্গলের কক্ষের বাহিরেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালা অবস্থিত। ইহাদের সংখ্যা যে কত তাহা আজও পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। দূরবীন যন্ত্রের পরীক্ষা দ্বারা ক্রমাগত ইহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। এখন যদিও ১৭২ সংখ্যক গ্রহমালা ব্যতীত আর আবিষ্কৃত হয় নাই তথাপি ইহাদের যে সংখ্যার এই খানেই শেষ তাহা বলা যায় না। দূরবীন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত কেবল চক্ষু দ্বারা ইহাদের দেখা যায় না। এই গ্রহপুঞ্জের কক্ষের বাহিরে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি। বৃহস্পতি সূর্য্য হইতে ৪৭৬০ লক্ষ মাইল দূরে, এবং সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ৪৩৩৩ দিন লাগে—বৃহস্পতির চারিটি চন্দ্র আছে।

বৃহস্পতির পর শনি, শনির আবার ৮টি উপগ্রহ। সূর্য্য হইতে শনির দূরত্ব ৮৭২০ লক্ষ মাইল, এবং ১০৫৯ দিন অর্থাৎ আমাদের প্রায় ৩০ বৎসরে শনি একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে।

ইয়ুরেনস এবং নেপচুন অল্প দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সার উইলিয়ম হারসেল ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মার্চমাসে তাঁহার দূরবীন দ্বারা ইয়ুরেনস গ্রহ আবিষ্কৃত করেন। ইহা একটি ধূমকেতু বলিয়া প্রথমে তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল, পরে দুই তিন সপ্তাহ ইহার গতিবিধি গণনা দ্বারা ইহা একটি গ্রহ বলিয়া প্রমাণ হইল। গণনা দ্বারা নক্ষত্রদিগের মধ্যে ইহার পথ স্থির হইয়া গেলে তখন প্রকাশ হইল, যে হারসেলের আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে অনেক বার অনেক জ্যোতির্ব্বেত্তা ইহাকে দেখিয়া স্থির নক্ষত্র মনে করিয়াছিলেন, ইহা যে একটি গ্রহ তাহা কাহারো সন্দেহ হয় নাই। এই গ্রহের অনেক নাম প্রদানের পর শেষে ইয়ুরেনস নামটিই ধার্য্য হইল। হারসেল দ্বারা আবিষ্কৃত বলিয়া ইহার অন্যান্য অনেক নাম প্রদানের প্রস্তাবের সহিত হারসেল নাম রাখিবারও প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু কোনটিই কাহার মনঃপুত

হইল না। অন্যান্য সকল গ্রহই এক একটি রোমীয় দেবতার নামে অভিহিত, সুতরাং এইটির ও শেষে একটি দেবতার নাম হইতে নাম রাখা স্থির হইল। রোমীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থে ইয়ুরেনস, দেবতাদিগের রাজা জুপিটরের পিতামহ। এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হইলে কিছু দিন পরে আর একটি যে গ্রহ আবিষ্কৃত হইল, তাহারও রোমীয় দেবতাদিগের নাম হইতে নেপচুন নামকরণ হইল। নেপচুন অর্থাৎ বরুণ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বুভার নামক এক জন ফরাসী পণ্ডিত বৃহস্পতি শনি ও ইয়ুরেনসের গতিবিধি আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে প্রথমোক্ত দুইটি গ্রহের গতি যেরূপ মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন শেষোক্তটির সেরূপ নহে। পুরাতন গণনার কোন ভুল আছে ভাবিয়া বুভার গ্রহ গুলির গতিবিধি আবার নূতন করিয়া গণনা করিলেন। কয়েক বৎসর পরেই আবার ইয়ুরেনস সম্পর্কে বুভারের গণনার ব্যতিক্রম হইয়া পড়িল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জ্যোতির্বেত্তা লেভেরিয়ে ইয়ুরেনসের গতির এই ব্যতিক্রমের কারণ নির্ণয় করিতে যত্নশীল হইয়া স্থির করিলেন, অবশ্য এই গ্রহের নিকটে এমন আর একটি গ্রহ আছে, যাহার আকর্ষণ হেতু ইহার গতি ঈষৎ অন্য রূপ হইতেছে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নেপচুন দেখিবার অগ্রেই নেপচুন কোন্ স্থানে আছে, তাহার কি রূপ ভার, কি রূপ আয়তন তাহা জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা লেভেরিয়ে ঠিক করিলেন। ইহার পরে সেই গণনা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে নেপচুন দূরবীন দ্বারা আবিষ্কৃত হইল। ইংরাজেরা বলেন এই আবিষ্ক্রিয়ার প্রশংসা লেভেরিয়ের একার প্রাপ্য নহে। লেভেরিয়ের এই আবিষ্ক্রিয়ার দুই বৎসর পূর্ব্বে জন অ্যাডাম্‌স্ নামক কেমব্রিজের এক জন ছাত্র ইয়ুরেনসের গতির এরূপ ব্যতিক্রম শুনিয়া এ সম্বন্ধে গণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং নেপচুনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাজকীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা অধ্যাপক এয়ারিকে বলিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অ্যাডাম্‌সের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করায় তাহার কথা সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন না। সুতরাং লেভেরিয়ে কর্ত্তৃক নেপচুন অগ্রে আবিষ্কৃত হইল। সেই অবধি এই আবিষ্ক্রিয়ার প্রশংসা লইবার জন্য ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে এখনো বিবাদ চলিতেছে। ইয়ুরেনস সূর্য্য হইতে ১৭৫৩০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া আমাদের ৩০৬৮ দিনে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, ইহার ৪টি চন্দ্র।

নেপচুন সর্ব্বাপেক্ষা দূরস্থিত। ইহা সূর্য্য হইতে ২৭৪৬০ লক্ষ মাইল দূরে, এবং সূর্য্যকে একবার ঘুরিতে ইহার ৬০১২৬ দিন লাগে। পৃথিবীর ন্যায় নেপচুনের একটি মাত্র চন্দ্র।

অনন্ত কাল হইতে এইরূপে এই সকল গ্রহ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহার কারণ কি? কি শক্তির বলে এইরূপ হইতেছে? শক্তি-প্রয়োগ দ্বারা পৃথিবীর কোন বস্তুকে চালিত করিলে আবার কতক্ষণ পরে তাহা থামিয়া যায়, ঊর্দ্ধ-ক্ষিপ্ত পদার্থ মাটীতে আসিয়া পড়ে; তাহা দেখিয়া প্রাচীন পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ছিল গ্রহদিগকে চিরন্তন একই পথে চালিত করিতে নূতন নূতন শক্তির প্রয়োজন। তাঁহারা বলিতেন সূর্য্য হইতে এক শক্তি নির্গত হইয়া গ্রহদিগকে চালিত করিতেছে এবং অপর এক শক্তি পৃথিবীকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। অতি প্রাচীন জ্যোতির্বেত্তা মিসর দেশীয় টলেমি যিনি দ্বিতীয় খৃষ্ট-শতাব্দির মধ্য ভাগে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য্যাদি নক্ষত্র প্রত্যহ পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিতেছে এই মতটি প্রথমে বিধিমত লিপিবদ্ধ করেন, তাঁর মতে পৃথিবী স্থির

সুতরাং পৃথিবীকে চালাইতে তাঁহার নূতন শক্তির অবতারণা করিতে হয় নাই।

শক্তি যে অবিনশ্বর এবং কোন বস্তুতে শক্তি প্রয়োগ করিলে বাধা না পাওয়া পর্য্যন্ত সে শক্তির চালক-কার্য্য যে চিরকাল থাকিবে এসত্যটি প্রাচীন পণ্ডিতেরা জানিতেন না। পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নিউটনের অব্যবহিত-পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের লোক গেলিলিও ও হাইগেন্‌স্ গতি বিষয়ক অনেকগুলি নিয়ম আবিষ্কৃত করেন। নিউটন তাহার পরে গতি বিষয়ক সমস্ত নিয়ম বিশেষ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশিত করেন এবং যাহার জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে সেই মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তিনিই প্রথমে বুঝাইয়া দেন। প্রকৃতির দৃশ্যতঃ বৈষম্যের মধ্যেও যে একটি বিশেষ সাম্য আছে তাহা তাঁহার চক্ষেই প্রথমে প্রতিভাত হয়। যে শক্তির বলে বৃন্তচ্যুত আম্র পৃথিবী-পৃষ্ঠে পড়ে, এক খণ্ড প্রস্তর উঠাইতে আমাদের বলের প্রয়োজন হয়,সেই শক্তির বলেই যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খলে চলিতেছে ইহা তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন।

নিউটনের বিখ্যাত আবিক্রিয়া বিশেষ রূপ বুঝাইবার স্থান বর্ত্তমান প্রস্তাব নহে, তবে মাধ্যাকর্ষণের স্থূল নিয়ম এই;

প্রথম, বিশ্বসংসারের প্রত্যেক অণু প্রত্যেক অণুকে আকর্ষণ করিতেছে।

দ্বিতীয়, প্রত্যেক অণু যখন আকর্ষণ-শক্তির আধার তখন যে পদার্থে অণু-সমষ্টি অধিক, তাহার কলেবর হ্রস্ব হইলেও তাহার আকর্ষণী শক্তি অধিক। এবং দুইটি পদার্থের মধ্যে যেটি অধিক অণুবিশিষ্ট তাহা অপরটিকে টানিয়া আত্মসাৎ করে।

তৃতীয়, পদার্থদিগের মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ অনুসারে এই আকর্ষণের বলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। দুইটি বস্তুর মধ্যে যে ব্যবধান থাকিলে আকর্ষণের বলের পরিমাণ এক হইবে তাহার অপেক্ষা দ্বিগুণ ব্যবধান থাকিলে আকর্ষণের বলের পরিমাণ এক চতুর্থাংশ হইবে। এবং অর্দ্ধেক ব্যবধান হইলে আকর্ষণের বল চতুর্গুণ হইবে।

নিউটন আরো বলেন কোন বস্তু একবার চালিত হইয়া যতক্ষণ বাধা না পায় ততক্ষণ ক্রমাগত চলিতে থাকে। পৃথিবী হইতে আমরা যদি কোন প্রস্তর-খণ্ড ছুড়ি তাহা চিরকাল না চলিবার প্রধান দুই কারণ; প্রথম, বাতাসের বাধা; দ্বিতীয়, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি।

এখন প্রশ্ন এই যদি প্রত্যেক অণু প্রত্যেক অণুকে আকর্ষণ করে এবং অধিক অণুবিশিষ্ট বস্তু অল্প অণুবিশিষ্ট বস্তুকে আত্মসাৎ করে তাহা হইলে সূর্য্য গ্রহ-মণ্ডলীকে কেন আত্মসাৎ করে না?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দূরত্ব অনুসারে মাধ্যাকর্ষণের শক্তির হ্রাস হয়। সূর্য্য গ্রহ-মণ্ডলী হইতে এত দূরে স্থিত যে তাহাদের আত্মসাৎ করিতে গেলে যতটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবশ্যক, গ্রহগণের উপর সূর্য্যের তত শক্তি নাই; তাহাতেই তাহারা আপনাদের রক্ষা করিতে পারে। সূর্য্যকে গ্রহগণ কেন চক্রাকার পথে আবর্ত্তন করিতেছে এইবার দেখা যাউক।

সকল পদার্থেরি ধর্ম্ম এই যে একবার চালিত হইলেই তাহা চিরকাল সরল রেখা-পথে চলিতে সচেষ্ট হয়। এই শক্তি প্রভাবে সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি অতিক্রম করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রহগণ সরল-রেখাভিমুখে পলায়ন করিতে যত্নশীল। ইহাকেই কেন্দ্রাতিগ গতি বলে। সূর্য্য ক্রমাগত যতই গ্রহদের আপন কেন্দ্রাভিমুখে টানিতেছে গ্রহগণ ততই সেই আকর্ষণকে অতিক্রম

করিয়া সরল রেখায় পলাইতে চেষ্টা করিতেছে।

এই দুই শক্তি মিলিয়া গ্রহগণের একটি যে বৃত্তাকার গতি হইতেছে সেই গতিতে উহারা ক্রমাগত সূর্য্যকে আবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। এই দুই শক্তির যতক্ষণ সামঞ্জস্য ততক্ষণ কেহই কক্ষচ্যুত হয় না, ইহার কোনটার আধিক্য হইলেই অমনি বিশৃঙ্খলতা ঘটে। কোন্ গ্রহটি কাহাকে কিরূপ বলে টানিতেছে ইহার গণনা দ্বারা জ্যোতির্ব্বেত্তারা গ্রহগণের ভার স্থির করেন।

যে সকল গ্রহ উপগ্রহের কথা উল্লেখ করা হইল তাহা ব্যতীত আমরা কখন কখন যে ধূমকেতু দেখিতে পাই, তাহারা সূর্য্যের পরিবার-ভুক্ত কিম্বা সৌর জগতের অতিথি মাত্র এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ আছে। ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন কাল হইতে একটি কুসংস্কার দেখা যায়। ধূমকেতো-রুদয়েন প্রজাক্ষয়ং সূচ্যতে। ধূমকেতু যেরূপ পথে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে তাহা গ্রহগণ হইতে ভিন্ন প্রকারের, সেই জন্য ধূমকেতুর সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতে অনেক বৎসর লাগে, এমন অনেক ধূমকেতু দেখা গিয়াছে যে তাহারা একবার উদয় হইয়াই অমনি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। ঐ সকল ধূমকেতু সহস্র সহস্র বৎসর পরেও আর ফিরিয়া আসিবে কি না তাহা আজও পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। বহুকালব্যাপী জ্যোতিষিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে দুই তিনটি ধূমকেতু মাত্র নিয়মিত সময়ে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। হ্যালির আবিষ্কৃত ধূমকেতু ৭৪ বৎসরে একবার করিয়া দেখা দেয় এবং এনকির আবিষ্কৃত ধূমকেতু ৫ বৎসরেই একবার উদয় হয়। গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া আমরা সূর্য্যের পরিবারভুক্ত আর এক জাতীয় জ্যোতিষ্ক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই, ইহাদের সাধারণ নাম উল্কাপিণ্ড। সচরাচর আমরা ইহাকে তারা খসা বলি। এই উল্কাপিণ্ডের মধ্যে আবার একটি বিশেষ দল (Zodiacal light) সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে। প্রতি বৎসর শরদাগমে ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাই। ইহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ এখনো আমরা সম্পূর্ণ রূপে অবগত নহি।

আধুনিক জ্যোতির্ব্বেত্তারা ঠিক করিয়াছেন যে উল্কাপিণ্ডের সহিত ধূমকেতুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কেননা অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে যে পথে উল্কাপিণ্ড পরিভ্রমণ করে সেই পথেই ধূমকেতু উদিত হয়। বোধ হয় বহুসংখ্যক উল্কাপিণ্ড একত্র হইয়া পরস্পর আঘাত প্রতিঘাত দ্বারা উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল নীহারিকাময় ধূমকেতু উৎপাদন করে।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি শক্তির অধীনে পৃথিবীর একটি বালুকাকনা হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকারে চালিত হইতেছে তাহা ভাবিলে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতা দেখিয়া অভিভূত হইতে হয়।

প্রফুল্লচিত্ততা।

প্রফুল্লচিত্ততা সূর্য্যালোক স্বরূপ। এই আলোক দ্বারা মন উজ্জ্বল হইলে আমরা স্বাদু মানব জীবন যেরূপ সার্থকতার সহিত উপভোগ করিতে পারি এমন আর অন্য কিছুর সাহায্যে পারি না। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির নিকট জগতের সামান্য পদার্থ সুন্দর ও সুখের আকর বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার নিকট উপবনের সামান্য পুষ্প, বায়ুপ্রবাহে নীত সামান্য বিহঙ্গরব, বায়ুমণ্ডল, সূর্য্য, আকাশ সকলই স্বর্গ-সুখ প্রদান করে।

যিনি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকেন তিনি যেমন উৎসাহের সহিত জীবনের কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে পারেন, সদা বিরক্ত কর্কশস্বভাব ব্যক্তি তেমন পারেন না। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তি যেমন নিজে সর্ব্বদা সুখী থাকেন অন্যকেও সেই রূপ সুখী করেন। অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিলেই সুখ বোধ করে। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির ঈষৎ হাস্য অন্যের জীবনের উপর উজ্জ্বলতা নিক্ষেপ করে। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির মন যেমন সর্ব্বদা সুখী তেমনই তাঁহার শরীর সর্ব্বদা নীরোগ ও সুস্থ।

প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারিলে আমরা সুস্থ শরীরে দীর্ঘ-জীবী হইতে পারি ইহা সকল শারীরতত্ত্ববিদদিগের স্থির সিদ্ধান্ত। কোন জার্ম্মেণ শারীরতত্ত্ববিদ বলেন, প্রফুল্লতা ঔষধ স্বরূপ, যতটুকু সময় তুমি প্রফুল্ল থাক, ততটুকু সময় তুমি এক প্রকার আয়ুস্কর ঔষধ সেবন কর। সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকাই দীর্ঘ জীবনের গূঢ় কারণ। ইংলণ্ডীয় শারীরতত্ত্ববিদ ডাক্তার ম্যাকানজি বলেন, প্রফুল্লচিত্ততা দীর্ঘ জীবন লাভের একটি প্রধান কারণ। আমেরিকাবাসী ডাক্তার ডভস বলেন, প্রফুল্লতা স্বাস্থ্যের প্রসূতি স্বরূপ। ডাক্তার উইলিয়ম সুইট্‌জার বলেন প্রফুল্লচিত্ততা যেরূপ স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করে এমন আর কিছুতেই হয় না। ডাক্তার ি এল নিকলস বলেন, দুশ্চিন্তা দূর করিয় প্রফুল্ল থাকিতে পারিলে আমরা অনেক রোগের মূলোৎপাটন পুর্ব্বক আয়ু বৃদ্ধি করিতে পারি। তিনি আরও বলেন, প্রফুল্লচিত্ততা শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্রকে নিয়মিতরূপে স্ব স্ব কার্য্য করিতে সক্ষম করে। আমেরিকার সুবিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ফাউলার বলেন, বিষাদ রোগ-সমূহের এবং প্রফুল্লচিত্ততা স্বাস্থ্যের আকর স্বরূপ। তিনি আরও বলেন, সর্ব্বদা আনন্দিত ও সন্তুষ্টচিত্ত থাক তাহা হইলে তুমি সুস্থ ও নীরোগ হইবে। ইংলণ্ডীয় ডাক্তার এণ্ড্রু কোম্ব বলেন, প্রফুল্লতা স্বাস্থ্যপ্রদায়ক ও স্বাস্থ্যের বৃদ্ধিকারক। সম্প্রতি বিলাতের সুবিখ্যাত ভৈষজ্য বিদ্যা সম্বন্ধীয় লান্সেট (Lancet) নামক সাময়িক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, প্রফুল্লচিত্ততা রোগ আরোগ্য করিবার এবং জীবনী শক্তি বিশেষ রূপে বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা রাখে।

এই অমূল্য প্রফুল্লচিত্ততা লাভ করিবার জন্য ধর্ম্মই প্রকৃষ্ট উপায়। পৃথিবীতে প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিই প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারেন। প্রফুল্লচিত্ততা জীবনের পবিত্রতা ও ঈশ্বরে অটল বিশ্বাসের ফল। যিনি রিপু সকলকে বশীভূত করিয়া শান্তচিত্ত হইয়াছেন, যিনি পাপাচরণ না করিয়া শুদ্ধমনা হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য পালন করেন, যাঁহাকে কোনরূপ কৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে হয় না এবং যিনি ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত করুণার উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন যে তাঁহার জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে তাহা তাঁহার অনন্ত মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরই সম্পাদন করিতেছেন ইহাই বিশ্বাস করেন সেই সাধুর মহান হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রফুল্লতার হিল্লোল প্রবাহিত হইতে থাকে। এই পবিত্র-চরিত্র ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তির আত্মার সন্দেহ কিম্বা নিরাশা কখন বিষাদ আনয়ন করে না, শোকতাপে ইহাঁর অন্তর কখন দগ্ধ হয় না, দুঃখে ইহাঁর মন কখন পরিতপ্ত হয় না। ইনি সর্ব্বদাই সন্দেহশূন্য ও আশান্বিত, সর্ব্বদাই আনন্দিত ও প্রফুল্ল। এই পৃথিবীতে এইরূপ প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিই যথার্থ সম্রাট।

ধর্ম্মের পুরস্কার বহুবিধ; প্রকৃত ধার্ম্মিকতার ফল প্রফুল্লচিত্ততা এবং প্রফুল্লচিত্ততার

ফল নীরোগ শরীর ও সুস্থ দীর্ঘ জীবন। ঈশ্বরের এই সুন্দর নিয়ম তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত মঙ্গলময় ভাব ও অনন্ত ন্যায়-পরতা কি সুন্দররূপে কি বিশদরূপে প্রকাশ করিতেছে। ঈশ্বর আমাদিগের সকলকে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত করুণায় অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং শুদ্ধমনা ও পবিত্র-চরিত্র হইতে সক্ষম করিয়া, প্রফুল্ল চিত্ততা ও সুস্থশরীর এবং দীর্ঘ জীবনের অধিকারী করুন।

খাসী দাস।

অদ্য আমরা যে মহাত্মার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তিনি ১৭০২ শকে মধ্য প্রদেশের পূর্ব্ববিভাগস্থ ছত্রীশগড় নামক গিরি-চত্বরে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ছত্রীশগড় চতুর্দ্দিকে দুর্গম-পর্ব্বত-মালা দ্বারা অবরুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে এক প্রকার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অধিবাসিরা তত্রত্য শস্যশালী ক্ষেত্র সমূহের প্রাচুর্য্য উপভোগ করিতে পাইয়া দীর্ঘকাল অন্য দেশের সাহায্য-নিরপেক্ষ ও সম্পর্কশূন্য ছিল। সুতরাং চতুর্দ্দিকস্থ জ্ঞানালোক-সম্পন্ন লোকসমাজের সংক্রমণশীল আধ্যাত্মিক প্রভাব চত্বর মধ্যে বিকীর্ণ হইবার সুযোগ পায় নাই। অধিক কি, আর্য্য ধর্ম্মের দারুণ শত্রু যবনদের পরাক্রমও তথায় প্রবেশ করে নাই। কাজেই ভিন্ন ও বিজাতীয় ভাবের সংঘর্ষ না পাইয়া তথায় বহুকাল হইতে অব্যাহত ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ নিরঙ্কুশ ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষ ইংরাজ জাতির অধিকারস্থ হইলে অধুনা তথায় গবর্ণমেন্টের সাহায্যে কয়েকটী নিম্ন শ্রেণীর স্কুল সংস্থাপিত হইয়া ক্রমশঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতেছে বটে, কিন্তু আমরা যে সময়ের ইতিবৃত্ত লিখিতেছি, তখন ইংরাজাধিকারের সেই প্রথম সময়, তখন ছত্রীশগড় কেন সমগ্র ভারত তখন ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

এই বহ্বায়ত চত্বর সহস্রাধিক বর্গ ক্রোশ পরিমিত এবং ইহাতে প্রায় পাঁচ লক্ষ মনুষ্যের অধিবাস। অধিবাসিদিগের এক চতুর্থাংশ চামার জাতীয়। এই চামারেরা ভারতবর্ষের তন্নামখ্যাত অপর জাতীয়দিগের ন্যায় চর্ম্মজীবী নহে। কৃষিই তাহাদিগের একমাত্র উপজীবিকা। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রমুখ হিন্দুরা ইহাদিগকে অস্পৃশ্য জাতীয় বলিয়া ঘৃণা করিত এবং ব্রাহ্মণ্য প্রতাপের সমগ্র অত্যাচার ইহাদিগের মস্তকে নিক্ষেপ করিত; আর কৃপাপাত্র চামারেরা নির্ব্বিরোধে তাহা সহ্য করিত। ধর্ম্ম্য বিশ্বাসের এমনি মোহিনী শক্তি, আমাদের হৃদয়ের সহিত উহার এমনি অভেদ্য সংযোগ, ধর্ম্মের এমনি অসামান্য মহিমা যে, লোকে বর্ত্তমানে কেবল মাত্র দুঃখ ভোগ করিয়াও এবং ভবিষ্যৎ সুখ শান্তির অণুমাত্র আশা না পাইয়াও শুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মের পাদতলে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে বিমুখ হয় না। অতএব চামারেরা সংখ্যায় বহুল হইয়াও ধর্ম্মের শাসনে আভিজাত্য-গর্ব্বিত জাতীয়দিগের ঔদ্ধত্য অত্যাচার যে অবাধে সহ্য করিবে তাহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু সকল মন্দের অবসান আছে, ইহা একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। সর্ব্বদা বরং "অতিমন্দ শুভকরী" হইয়া থাকে। যাঁহার অনুশাসনে মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড সূর্য্য রুদ্র প্রভাবে মেদিনীকে দগ্ধ করত অবশেষে বীতউষ্ম ও সুস্নিগ্ধ সান্ধ্য গগনে বিলীন হইয়া যায় ও সুধাকর চন্দ্র ধরাতল শীতল করিবার জন্য উদয় হন। যাঁহার কল্যাণকর

নিয়মে প্রখর গ্রীষ্ম-তাপের পর নবীন নীরদ হইতে প্রাণদ বারিধারা ক্ষরণ হয়; বিদ্রাবী বর্ষার মহাভীষণ মেঘ-গর্জ্জন-সহকৃত ঝঞ্ঝা-বাতের অত্যয়ে শারদীয় প্রসন্ন গগন হইতে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সকল বিমল কিরণজাল বিকীর্ণ করে; এবং শীত অসহ্য হইয়া উঠিলে বসন্ত-পূর্ব্বক গ্রীষ্মের পুনরাবির্ভাব হয়। লোকসমাজ কুসংস্কার ও অধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী অত্যাচারে একান্ত বিক্ষোভিত হইয়া উঠিলে যিনি লোকরক্ষার্থ ধর্ম্মবীর সকলকে মধ্যে মধ্যে তাহাদের মধ্যে প্রেরণ করেন, সেই ভূতভাবন ভগবান নিঃসহায় এই চামার-দিগের উদ্ধারার্থ অসাধারণ-মনস্বিতা-সম্পন্ন খাসী দাসকে ঘোর-অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন উপধর্ম্ম-প্রপীড়িত প্রদেশে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের প্রধান গৌরব স্বরূপ রাজা রামমোহন রায়ের অপেক্ষা খাসী দাস বয়সে ৭৮ বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-প্রতিভাতে তিনি উক্ত মহাত্মা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বটে, রাজা "যে সময় উৎপন্ন হইয়াছিলেন সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল, দ্বিপ্রহরা রজনীর কাল; এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝাইতে পারি না—সে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের নামে সকলে খড়্গহস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্য-ভূমি—রাক্ষস-ভূমি ছিল; ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা অজ্ঞাত শত সহস্র শত্রু দ্বারা আবৃত হইয়া কুঠার-হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যা-অরণ্য সমভূমি করিয়া দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজরূপ বীজ বপন করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন" * ইহাও সত্য যে রামমোহন রায় স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি-প্রভাবে ইতিহাসের অতি উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে "তাঁহাকে অসাধারণ ব্যক্তি মনে হয়। তাঁহার বিদ্যা যেমন বিস্তীর্ণ ও গভীর ছিল, তেমনি তাঁহার বুদ্ধি প্রগাঢ় এবং হৃদয় কোমল ছিল। তিনি যেমন নানা বিদ্যায় বিদ্বান ছিলেন, তেমনি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং যেমন তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা ছিল, তেমনি মনুষ্যের উপকারসাধনে তিনি তৎপর ছিলেন।" † সংক্ষেপত "মানবীয় সকল গুণই তাঁহাতে সমঞ্জস ভাবে বিদ্যমান ছিল। যে দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখনা কেন, এই ভূভারতে তাঁহার সমান লোক পাওয়া সুকঠিন।" ‡ দীন খাসী দাসের সম্বন্ধে এরূপ গৌরবাত্মক ভাষা প্রয়োগ করা যায় না সত্য, কিন্তু খাসী দাস রামমোহন রায়ের ন্যায় সুবিধা ও সুযোগ পাইলে যে তুল্যরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না ইহা কে বলিতে পারে?

রামমোহন রায় যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ন্যায়দর্শনের আকরস্থান মিথিলা ও নবদ্বীপ তাহারই অন্তর্গত; তিনি আশৈশব যে যে ভাষা অতি যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তত্তাবৎ মানবজ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার স্বরূপ; যাঁহাদের সহবাসে তিনি কালাতিপাত করিতেন, তন্মধ্যে আধুনিক জ্ঞান ও সভ্যতার অত্যুচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিয়াছেন এমন লোকও অনেক ছিলেন। মনস্বীকুলভূষণ অনেকানেক মহাজনের দায়াদ স্বরূপে তিনি তাঁহাদের উদ্ভা-

* পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বিষয়। ৬ পৃঃ।
† তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—৪৪৫ সং।
‡ তত্রৈব।

বিত তত্ত্ব-রত্ন সকলের অধিকারী হইয়াছিলেন। অধিক দূরের কথায় প্রয়োজন নাই, অতি অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহারই দেশে ঈশ্বরপ্রেমীদিগের অগ্রগণ্য মহাত্মা চৈতন্য জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, প্রচলিত ও বদ্ধমূল উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিরূপে উত্থান করিতে, কিরূপে সত্য প্রচার জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হয়, উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়, এবং ঈশ্বরপ্রেমেই বা কিরূপে মগ্ন হইতে হয়। বেচারা খাসী দাসের সম্বন্ধে এরূপ সুবিধা কিছুই ছিল না। তাঁহার স্বজাতীয় সকলের ন্যায় তিনিও সম্পূর্ণ অনক্ষর ছিলেন। তিনি বেদ পড়েন নাই, কোরাণ পড়েন নাই, বাইবলের নামও হয়ত শুনেন নাই। অথচ বেদ, বাইবেল, কোরাণ যে মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারে নাই, সেই ভূমা ঈশ্বরকে খাসী দাস তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ সুরম্য প্রাকৃতিক শোভা মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকেই আপন অশিক্ষিত সরল হৃদয়ের এক মাত্র অধিদেবতা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রত্যুত বিশালা প্রকৃতিই তাঁহার একমাত্র শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। Finds tongues in trees, books in running brooks, sermons in stones and God in every thing—সর্ব্বদা-উদ্ধৃত এই মহার্থ কবি-বাক্যটী খাসী দাসের প্রতি যেরূপ সুপ্রয়োজ্য অন্য অল্প লোকের প্রতি সেরূপ হয়।

পাঠকবর্গ মনে করিবেন না, আমাদের আর্য্য-চূড়ামণি জগৎবিখ্যাত রামমোহন রায়ের সহিত আমরা একজন অনতিপরিচিত অশিক্ষিত অসভ্যজাতীয় ধর্ম্ম-সংস্কারকের তুলনা করিতেছি। তবে এস্থলে ইহাই বলা আমাদের অভিপ্রেত যে মনের যেরূপ উপযোগিতা থাকিলে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি ঘোর কুসংস্কারাদি নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সত্তেও তাহাতে প্রবেশ-পথ প্রাপ্ত হয়, তাহা রামমোহন রায়ের যেমন ছিল, খাসী দাসের তদপেক্ষা ন্যূন ছিল না। রামমোহন রায় সভ্যসমাজে অবতীর্ণ হইয়া জগৎবিখ্যাত হইয়াছেন, খাসীদাস দুর্ল্লংঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী-পরিবৃত সংকীর্ণ অসভ্য দেশে অতি হীন জাতীয়দিগের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করায় তাঁহার কৃত্য ফল অল্পসংখ্যক চামারদিগের মধ্যেই নিরুদ্ধ ছিল ও তাঁহার যশঃসৌরভ অধিক দূর বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

ক্রমশঃ।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০।

২৩ অগ্রহায়ণ সোমবার বৈকালে বেড়াইবার সময় কা, বাবুর সঙ্গে অনুষ্ঠান লইয়া ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। আমি বলিলাম যে যখন প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্ম এখনও শ্রাদ্ধ বিবাহাদি গৃহ্য ক্রিয়ায় পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কোন বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে না। তিনি বলিলেন যে বাহ্য পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিলে কি হইবে? কাম ক্রোধাদি রিপুর উপাসনারূপ আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা ত্যাগই আসল পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ। ভিতরের উন্নতিই আসল উন্নতি। আমি বলিলাম যাহার ভিতরের সম্পূর্ণ উন্নতি হইয়াছে সে ব্যক্তি বাহ্য পৌত্তলিকতা ত্যাগ না করিয়া কখন থাকিতে পারে না। সে ভিতরের উন্নতি অসম্পূর্ণ উন্নতি বলিতে হইবেক যাহাতে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতার সঙ্গে বাহ্য পৌত্তলিকতা ত্যাগ হয় নাই।

২৬ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, অদ্য প্রাতে কা, বাবু, আমি ও আ, সকলে কোন গোপের কুটীরের সম্মুখস্থিত উপবনের মধ্যে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত করি।

২৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার—অদ্য প্রাতে হে, বাবু ও সে বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহাদিগের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পূর্ণত্ব বিষয়ে ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। কা বাবু তখন উপস্থিত ছিলেন। হে, বাবু ও সে, বাবু উভয়ে সংশয়বাদী। সে বাবু বলিলেন যে পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন

এক্ষণে আর ব্রাহ্ম নহেন, এক্ষণে তিনি সংশয়বাদী। সে বাবুকে আপনার মতে রাখা হে বাবুর চেষ্টা; আমারদিগের উভয়ের চেষ্টা পুনরায় তাঁহাকে ব্রাহ্ম করা। আমি হে বাবুর সম্মুখে সে বাবুকে বলিলাম যে আপনাকে আহরিমান একদিকে টানিতেছে আর ওর্মসদ্ অন্য দিকে টানিতেছে। কা, বাবু বলিলেন যে মনুষ্য কেবল যুক্তি-শক্তি-সমন্বিত জীব নহে, তাঁহার সুখ কেবল যুক্তিবৃত্তির পরিচালনার প্রতি নির্ভর করে না। তাঁহার প্রকৃতির ভাববিভাগের উন্মেষের উপর তাঁহার সুখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ধর্ম্ম যেমন মনুষ্যের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে পারে, এমন অন্য কোন কিছু পারে না। এই কথাটি সে, বাবুকে বড় লাগিল। মিল সাহেব তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে মানব প্রকৃতির ভাব বিভাগের পরিচালনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়া ছিলেন।

২৮ অগ্রহায়ণ শনিবার—অদ্য বৈকালে ধাড়ওয়া নদীর দিকে বেড়াইবার সময় কা বাবুর সঙ্গে অনুষ্ঠান বিষয়ক পুনরায় ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। তিনি বলিলেন পুত্রকন্যা স্বাধীন জীব। তাহাদিগের জ্ঞানের অপরিণত অবস্থায় তাহাদিগকে অনুষ্ঠানে ফেলা উচিত হয় না। পশ্চাৎ তজ্জন্য তাহারা অনুশোচনা করিয়া পিতাকে অভিসম্পাত করিতে পারে। আমি কিয়ৎ পরিমাণে এই কথার যথার্থতা স্বীকার করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিলাম। আমি বলিলাম সন্তানদিগকে যথার্থ পথে সংস্থাপন পিতার কর্ত্তব্য। তাহার পর তাহারা যদি অন্য বিবেচনা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারেন?

১ পৌষ সোমবার,—প্রাতে শ্যা, ও হ, বাবুদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বেন্থাম মিল ও জনসন প্রভৃতি-প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গল্প ও অন্যান্য অনেক কথোপকথন হয়।

৩ পৌষ বুধবার,—অদ্য প্রাতে কা বাবু ও আমি ও আ, ওসে, আমরা কয় জনে "জলসর" নামক কমল-কুমুদ-কহ্লার-শোভিত বিস্তীর্ণ সরোবরের নিকটস্থ উপবনে উপাসনা করিয়া ব্রহ্ম সঙ্গীত গাই।

৪ পৌষ বৃহস্পতিবার,—অদ্য বৈকালে কা, বাবু ও আমি আমরা উভয়ে ধাড়ওয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। পথিমধ্যে কা বাবু আমাকে আমার আন্তরিক আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং অনধিকার-প্রশ্ন করার জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আমি আমার অন্তরের অবস্থা অতি জঘন্য বলিয়া স্বীকার করিলাম। কৃত্রিম বিনয় বশত বলিলাম না, যথার্থই বলিলাম।

ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১।

ফাল্গুন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪১৯ ।৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৮৭৫
সমষ্টি	১২৯৪ ।৶৫
ব্যয়	৪৫৪।৵১০
স্থিত	৮৪০ (১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		২৩ ৸/০
দান প্রাপ্তি		
শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭	
" শিবচন্দ্র দেব	৬	
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৫	
" কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (আসাম)	২৷৹	
" ক্ষেত্রমোহন দাস দেব	১	
	২১৷৹	
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	২।/০	
	২৩৸/০	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৫৮৸৶০
পুস্তকালয় ...		৫৬৸/১৫
যন্ত্রালয় ...		২৬৮ /১০
গচ্ছিত ...		১১৸০
সমষ্টি		৪১৯।৶৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৮৬।৵১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	১২৭৸ ৫
পুস্তকালয়	৩০ ৵৫
যন্ত্রালয়	১৩৫।৵৫
গচ্ছিত	৭৪॥৴৫
সমষ্টি	৪৫৪।৵১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৭। কলিগতাব্দ ৪৯৮২। ১ বৈশাখ মঙ্গলবার।